গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, গোপালগঞ্জ জেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০২২- জুন ৩০, ২০২৩

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	
প্রস্তাবনা	
সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি	
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক	
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	
সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	
সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	
সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	
সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	
সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

গোপালগঞ্জ জেলায় নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নির্মাণ ও ব্যবস্থপনার দায়িত্ব জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর, গোপালগঞ্জ জেলা-এর উপর ন্যস্ত। বর্তমানে পল্লী এলাকায় প্রতি ৭৫ জনের জন্য একটি সরকারি নিরাপদ খাবার পানির উৎস রয়েছে এবং বর্তমানে নিরাপদ পানি সরবরাহ কভারেজ ৭২% এর উন্নীত হয়েছে। বিগত ৩ (তিন) অর্থ বছরে পল্লী ও পৌর এলাকায় ১১৭৮০ টি বিভিন্ন প্রযুক্তির পানির উৎস, ৮টি উৎপাদক নলকূপ, ৪টি উচ্চজলাধার, ২০৫ কিঃমিঃ বিভিন্ন ব্যাসের পাইপ লাইন, ৬০০০টি স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হয়েছে। গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক পানি পরীক্ষাগারে প্রায় ৫১১৫৫ টি পানির উৎসের পানির গুণগতমান পরীক্ষা করা হয়েছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষে গোপালগঞ্জ জেলা ও উপজেলা অফিসমূহে বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে এবং জেলা কার্যালয়ে নিরাপদ খাবার পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে এ পর্যন্ত গোপালগঞ্জ জেলায় ২৫টি Hand Wash Basin নির্মাণ করা হয়েছে এবং ১২৫৮৭টি সাবান বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রতি বছর স্যানিটেশন মাস ও বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস পালনের মাধ্যমে জেলাবাসীকে উন্নত স্যানিটেশন ও সু-স্বাস্থ্য বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রধান চ্যালেঞ্জ হল অর্জিত অগ্রগতির স্থায়ীকরণ ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিকরণ। এই চ্যালেঞ্জ উত্তরণের জন্য প্রয়োজন পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতকে পৃথক সেক্টর হিসেবে স্বীকৃতি ও বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক পৃথক বাজেট বরাদ্দকরন। সামগ্রিক কাজের মনিটরিং ও মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজন সর্বজনীন কভারেজ সংজ্ঞায়িতকরণ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়/সমস্যা হল এই খাতে অপ্রতুল বাজেট বরাদ্দ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অনুযায়ী গোপালগঞ্জ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর গোপালগঞ্জ জেলায় প্রতি ৫০ জনের জন্য একটি পানির উৎস স্থাপন, ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার এবং সংরক্ষণ, পুকুর খননের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের পানি ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ, প্রতিটি ইউনিয়নে পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন এবং স্বাস্থসম্মত উন্নতমানের ল্যাট্রিনের কভারেজ বৃদ্ধিকরণ এবং নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহের কভারেজ শতভাগে উন্নীতকরণ কল্পে কাজ করে যাচ্ছে।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- পল্লী এলাকায় বিভিন্ন ধরনের পানির উৎস স্থাপন- ৩৫২২টি
- পল্লী ও পৌর এলাকায় পাইপলাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ-২১০ কিঃমি
- পল্লী এলাকায় ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ-১৫টি
- পল্লী ও পৌর এলাকায় পাবলিক ল্যাট্রিন স্থাপন-২৭টি
- পল্লী ও পৌর এলাকায় পানির গৃহ সংযোগ স্থাপন-৭৫০০টি
- পানির গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে পানির নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা-১০০০০ টি
- **ইমপ্রুভ স্যানিটারি ল্যাট্রিন-৪০০০টি**